পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf-bd.org

স্মারক নং: ৫৩.২৩.০০০০.০১৪.০১.০৯.২০-২৮৬

তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

পিকেএসএফ-এর বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি 'মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিগত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৩০তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে (সংযুক্ত)। পিকেএসএফ-এর সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে উক্ত কৌশলপত্রটি অনুসরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ অফিস আদেশ জারি করা হলো।

(গোলাম তৌহিদ)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্যে):

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
২. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
৩. পরিচালক (সকল)
৪. সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (সকল)
৫. মহাব্যবস্থাপক (সকল)

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১. প্রকল্প সমন্বয়কারী (সকল)
২. তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা (সকল)
৩. অন্যান্য সকল কর্মকতা (ল্যান এর মাধ্যমে)

সংযুক্তি: মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র (৫ পৃষ্ঠা)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
www.pksf-bd.org

মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র

(Mid-term Gender Inclusive Strategy)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৯, ৮১৮১১৬৯ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭১, ৮১৮১৬৭৮ ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org; www.facebook.com/PKSF.org

মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র
(Mid-term Gender Inclusive Strategy)

১. ভূমিকা (Introduction):

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। পুরুষের পাশাপাশি পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে না পারলে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্পের মাধ্যমে এর লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)' এর অভীষ্ট- ৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনের জন্যও পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহে নারী-পুরুষের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ জরুরি। পিকেএসএফ-এর বহুমুখী কার্যক্রমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২.০ জেন্ডার এবং মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ (Gender and Gender Mainstreaming):

জেন্ডার বলতে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্কের ধরন, নির্ধারিত ভূমিকা, চর্চা, দায়-দায়িত্ব ও অধিকারকে বুঝাবে যা সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা সৃষ্ট এবং আরোপিত।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ বলতে নারী, পুরুষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের নীতি, কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্প, বাজেট এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নকে বুঝাবে যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল সমানভাবে ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

৩.০ উদ্দেশ্য (Objectives):

জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্র প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা। যেহেতু আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রাপ্তিতে নারীরা পিছিয়ে আছে, তাই জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণে নারীর ক্ষমতায়নই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সে ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য অর্জন ছাড়াও পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনে জোর প্রদান করা হবে:

৩.১ নারী প্রধান ব্যবসা বা উদ্যোগসমূহে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা।

৩.২ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।

৩.৩ পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সেবাসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

৪.০ জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে পিকেএসএফ-এর মূল আলোকপাতসমূহ (PKSF's key Focuses on Gender Inclusion and Women's Empowerment)

প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে পিকেএসএফ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করছে। পিকেএসএফ তার সকল কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' এর অভীষ্ট ৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীরা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নারী উদ্যোক্তাগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। পিকেএসএফ-এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের দ্বারা পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অর্থনীতি ও সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল চলমান থাকবে:

৪.১ আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি (Access to Finance)

পুরুষের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারী উদ্যোক্তাগণ সফলতার সাথে বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁদের কেউ কেউ সফল উদ্যোক্তা হিসেবে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এমনকি জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। নারীদেরকে মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থায় বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উক্ত ঋণের ৭০% নারীদেরকে প্রদানের শর্ত যুক্ত থাকবে। ঋণগ্রহিতা নারীগণ যেন নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা ঋণের অর্থে পরিচালিত ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকেন সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সহযোগী সংস্থাসমূহ সচেষ্ট থাকবে। সহযোগী সংস্থার পক্ষ হতে নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ পিকেএসএফ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ হারের চেয়ে কম হারে গ্রহণ করা যেতে পারে। নারী প্রধান খানাসমূহে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং নাজুকতার প্রেক্ষিতে বিশেষ সুবিধা সম্বলিত ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

৪.২ অ-আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি (Access to Non-Financial Services)

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা যেমন: প্রযুক্তি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, বাজারে প্রবেশে সহায়তা, সাধারণ সেবা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়। এসকল অ-আর্থিক সেবায় পুরুষের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বা দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় অনুরূপ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানকৃত ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবায় নারী উদ্যোক্তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্যে সহযোগী সংস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.৩ সৃজনশীল ব্যবসায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি (Access to Start-ups)

বর্তমানে পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় সৃজনশীল ব্যবসা শুরুর তহবিল (Start-up Capital) ঋণ হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ-এর মূলধারা বা অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। এক্ষেত্রে সক্ষমতা বিবেচনা করে নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হবে। পিকেএসএফ কর্তৃক সৃজনশীল ব্যবসা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে পুরুষ উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হবে। নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং যুব সমাজের বাস্তবতার নিরিখে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

৪.৪ পণ্যের বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি (Access to Market)

বৃহত্তর পরিসরে বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে না পারা নারী উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর বাজারের সাথে তাদের সংযোগ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রযুক্তিভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা তথা ই-কমার্সের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে তাদেরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক লেনদেন মাধ্যম বিশেষ করে মোবাইল ফোন ভিত্তিক লেনদেন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৪.৫ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান (Access to Skills & Employment)

পিকেএসএফ-এর SEIP সহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এজাতীয় সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমযোগ্যতা সম্পন্ন নারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাধান্য দেয়া হবে। প্রশিক্ষণের পর যে সকল প্রশিক্ষণার্থী স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে চায় তাঁদের মধ্য হতে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আর্থিক ও অন্যান্য অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হবে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য নিরসনে তাদেরকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরনের ওপর নির্ভর করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের আত্ম-কর্মসংস্থান ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪.৬ নারীর অংশগ্রহণমূলক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (Gender-inclusive Value chain Development)

পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপখাতে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল ভেল্যু চেইন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেয়া হবে। ভ্যালু চেইন উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্তকরণে সম্ভাব্য বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া সহযোগী সংস্থা জেন্ডার সংবেদনশীল ভ্যালু চেইন উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে।

৪.৭ সম্পদে অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি (Access to and Control of Resources)

সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত সমস্যা। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের কারণে পুরুষের তুলনায় নারীরা সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। জমি ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ কাজ করে আসছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নারী সদস্যদেরকে যে ঋণ প্রদান করা হয় সে ঋণের অর্থ যেন ঐ নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যবহৃত হয় সে দিকে সহযোগী সংস্থা সচেষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত সম্পদ যেন নারী উদ্যোক্তার নামে ক্রয় করা হয় সে বিষয়েও সহযোগী সংস্থা সচেষ্ট থাকবে।

৪.৮ বিভিন্ন সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি (Access to Services)

সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল দর্শনে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (সমৃদ্ধি) পরিচালিত হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং উন্নয়নে যুব সমাজ ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ, শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, পুষ্টিমান উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে সহযোগী হিসেবে পিকেএসএফ সম্পূরক ভূমিকা রাখছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হবে।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নে অন্তরায় বিধায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রান্তিক পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান থাকবে। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য প্রতিরোধে প্রান্তিক পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জোরালো ভূমিকা রাখা হবে। নারীর ক্ষমতায়নে তৃণমূল পর্যায়ে সরকার, স্থানীয় সরকার, সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহের মাঝে সম্মিলিত সমন্বয় নিশ্চিতকরণে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। জেন্ডার সমতার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে এ্যাডভোকেসি বা কমিউনিটি মোবিলাইজেশন এবং প্রান্তিক পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.৯ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হতে সুরক্ষা (Protection from the Risks of Climate Change)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্যে পিকেএসএফ পৃথক পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিটের মাধ্যমে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে গৃহীত সচেতনতা সৃষ্টি, অভিযোজন এবং ঝুঁকি প্রশমন ইত্যাদি কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে যা অব্যাহত থাকবে। বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের জন্যে বহুমুখী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

৪.১০ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মসূচি (Violence against women)

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন শারীরিক, মানসিকসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনা। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ শুধু নারী ও মেয়েদের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্যেও জরুরি।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পিকেএসএফ-এর 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট' এর পক্ষ হতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চলমান থাকবে। এক্ষেত্রে স্কুল পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 'প্রসপারিটি'সহ অন্যান্য প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন অংশের আওতায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সহযোগী সংস্থার সমিতিসমূহকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৪.১১ বিজ্ঞানমনস্ক ও জেন্ডার সংবেদনশীল তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা (To build science minded and gender sensitive young generation)

কিশোর-কিশোরী কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি সুচিন্তিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও জেন্ডার সংবেদনশীল তরুণ প্রজন্ম গড়তে পিকেএসএফ ভূমিকা রাখবে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টিতে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। কন্যাশিশুর উন্নয়নে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রম বিভাজন, নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৪.১২ বিবিধ (Miscellaneous)

পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সেখানে চাকুরিরত নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মীদের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। উক্ত কৌশলপত্রের সাথে সমন্বয় রেখে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে তাদের সকল কর্মসূচি/প্রকল্পে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা থাকবে।

৫.০ বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে আরও সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্যে এই মধ্যমেয়াদি জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হলো। পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে পারবে।

তারিখ: ৮২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক